তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫১৭

**চীনের কুনমিংয়ে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন**

কুনমিং (চীন), ২৬ মার্চ :

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, কুনমিং, চীনে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়।

কনস্যুলেট এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে কনসাল জেনারেল এ এফ এম আমিনুল ইসলাম কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এ দিবসের কর্মসূচির সূচনা করা হয়। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যদের ও শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রুহের মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। কনসাল জেনারেল কৃতজ্ঞচিত্তে এবং গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ ও জাতির কল্যাণে অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সমগ্র জাতিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাঁর নির্দেশে পরিচালিত রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতীয় দিবস উপলক্ষে সোফিটেল হোটেল, কুনমিংয়ে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পিপলস কংগ্রেস অভ্‌ ইউনান এর স্ট্যান্ডিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান Li Pei অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কুনমিংস্থ বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেলগণ, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্নস্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

#

আমিনুল/নাইচ/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫১৬

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে**

**দশ দিনব্যাপী ‘মুজিব চিরন্তন’ অনুষ্ঠানমালার সমাপনী দিনের প্রতিপাদ্য**

**‘স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও অগ্রগতির সুবর্ণরেখা’**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে দশ দিনব্যাপী ‘মুজিব চিরন্তন’ অনুষ্ঠানমালা’র সমাপনী দিনের প্রতিপাদ্য ‘স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও অগ্রগতির সুবর্ণরেখা’।

আজ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয় বিকাল সাড়ে ৪টায়। দ্বিতীয় পর্বে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি টেলিভিশন, বেতার, অনলাইন ও স্যোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

অনুষ্ঠানে আলোচনা পর্বের শুরুতে ‘মুজিব চিরন্তন’ থিমের অডিও ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন, থিমেটিক কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লোগো উন্মোচন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর থিম সংগীত, ‘মুজিব চিরন্তন’ থিমের টাইটেল এনিমেশন, সশস্ত্রবাহিনীর তথ্যচিত্র পরিবেশিত হয়। আলোচনা পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। এরপর জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়। এছাড়া রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তায়িপ এরদোয়ান, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন জুনিয়র এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের শুভেচ্ছা বক্তব্য পড়ে শোনানো হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আরো যেসব রাষ্ট্র ও সংস্থা শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেছে এ অনুষ্ঠানে তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণকারী দেশের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, ব্রুনেই, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা, এস্তোনিয়া, মিশর, ইথিওপিয়া, গ্রিস, জর্জিয়া, ইরাক, জাপান, কসোভো, কুয়েত, লাও, লুক্সেমবার্গ, দক্ষিণ কোরিয়া, মন্টেনিগ্রো, মরক্কো, মোনাকো, মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ডস, কাতার, ফিলিস্তিন, ফিলিপাইন, সৌদি আরব, সার্বিয়া, স্পেন, সিংগাপুর, সানমারিনো, সুইজারল্যন্ড, সুইডেন, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইউক্রেন, উজবেকিস্থান এবং ভিয়েতনাম।

যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেছে সেগুলো হলো আগাখান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অরগানাইজেশন (আইএমও), ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ), ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (আইপিইউ), ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) , বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থা (ডব্লিউআইপিও), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও), সাউথ সেন্টার, জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর), জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সংগঠন (আংকটাড)।

অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারত সরকার কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রদত্ত ‘গান্ধী শান্তি পুরস্কার ২০২০’ বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার হাতে তুলে দেন।

আলোচনা পর্বে সম্মানিত অতিথি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে ‘মুজিব চিরন্তন’ শ্রদ্ধাস্মারক তুলে দেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। এরপর প্রধান অতিথি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের বক্তব্য এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বক্তব্য প্রদানের মধ্য দিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীতজ্ঞ অজয় চক্রবর্তীর পরিবেশনায় বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে নবনির্মিত রাগ ‘মৈত্রী' পরিবেশনা, অস্কার জয়ী সংগীতশিল্পী এ আর রহমানের পরিবেশনা, ‘স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও অগ্রগতির সুবর্ণরেখা’ শীর্ষক অডিও ভিজ্যুয়াল, ‘পিতা দিয়েছে স্বাধীন স্বদেশ, কন্যা দিয়েছে আলো’ শীর্ষক থিমেটিক কোরিওগ্রাফি, ‘বিন্দু থেকে সিন্ধু’ শীর্ষক তিনটি কালজয়ী গান, সমবেত বাদ্য ও কোরিওগ্রাফি সহযোগে ‘বাংলাদেশের গর্জন : আজ শুনুক পুরো বিশ্ব’ এবং সবশেষে ফায়ার ওয়ার্কস ও লেজার শো’র মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

#

মোহসিন/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২২০ ঘণ্টা

Handout Number:1515

**Sydney celebrates Golden Jubilee of Independence**

Sydney, 26 March:

The Consulate General of Bangladesh in Sydney celebrated today the 50th anniversary of the Independence Day of Bangladesh with patriotic fervour, zeal, dignity and pride that saw the enthusiastic participation of large number of political leaders and dignitaries, diplomats, as well as members of Bangladesh community, including representatives from all walks of life.

The day began with the flag hoisting ceremony that was held at Bangladesh House lawns today. Thereafter, the messages issued on the occasion by the President, Prime Minister, Foreign Minister and State Minister for Foreign Affairs were read out to the attendees. A special prayer was offered seeking dua for the salvation of the soul of the Father of the National and the martyred members of his family, the martyred liberation war heroes as well as the protection of the sovereignty and the continuous prosperity of the nation. In his remarks afterwards, Consul General spoke about the Bangladesh’s remarkable development over the last five decades that paved the way to become developing nations on its 50th year of the independence. He hoped that if Bangladesh sustains its present growth, it will become a developed country by 2041. He encouraged everyone to work to realize the dream of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman to make Bangladesh a ‘Sonar Bangla’**.**

The Consulate hosted an elegant National Day Reception and Dinner for more than 150 guests at the grand ballroom of the City’s Four Seasons Hotel in a complete COVID safe manner. Present in the packed hall was a large number of dignitaries including the Governor of NSW the Honourable Margaret Beazley, who was the guest of honour of the event, the speaker of the Legislative Assembly of NSW Jonathan O’DEA, MP, leader of the opposition of NSW Legislative Assembly Jodi McKay, MP, parliament members, local government representatives including Mayors and Deputy Mayors of city councils of Sydney area, representatives of Australian Department of Foreign Affairs and Trade, members of media and eminent members of Bangladesh community.

The meteoric emergence of Bangladesh in the global economy were displayed through the digital banners at the centre of the hall. Video footages and documentaries of various sectors were also displayed in the large screen.

The Consul General made a welcome remark addressing the august gatherings. In his remarks, he extended a warm welcome and greetings to all attendees on the National Day. He paid rich tribute to the memory of the Father of the Nation and recalled with profound gratitude his immense contribution to the independence of Bangladesh. He also paid profound homage to our 3 million martyrs and two hundred thousand mothers and sisters whose supreme sacrifices bought us the sovereignty and independence. Consul General, in his speech, highlighted Bangladesh’s remarkable journey as a nation in last fifty years. Representing the spellbinding statistics of various economic and social indices, he showed the enhanced trajectory of Bangladesh’s economic growth on the way to become a developing nation at its 50th year of independence. He expressed his sincere appreciation to Bangladesh diaspora in NSW and Queensland for their outstanding contributions in uplifting the image of Bangladesh abroad and urged them to contribute towards the economic growth of Bangladesh and strengthen the bonds of friendship between Bangladesh and Australia. The Governor, in her remarks, congratulated Bangladesh on both fiftieth anniversary of independence and celebration of Mujib Year. Appreciated the development of Bangladesh and specially lauded the achievements in health sector and women empowerment. The leader of the opposition Jodi McKay, Wendy Lindsay MP who represented Premier of New South Wales and High Commissioner of Bangladesh to Australia also spoke on the occasion.

A crisp cultural show of dance and sarod playing followed the discussion segment which was widely appreciated. The guests were served traditional Bangladeshi dishes at dinner.

#

Asfiq/Roksana/Sahela/Sanjib/Abbas/2021/2124 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১৪

**গ্রিসে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন**

এথেন্স (গ্রিস), ২৬ মার্চ:

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গ্রিসে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী করানা ভাইরাসজনিত কঠোর লকডাউনের মধ্যেও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল লক্ষ্য করার মতো। দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে আজ দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্‌মদ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহিদদের আত্মার মাগফিরাত এবং করোনা ভাইরাস হতে বিশ্ববাসীর আশু মুক্তি ও দেশের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

দিবসের কর্মসূচির দ্বিতীয় অংশ জুম প্লাটফর্মে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন গ্রিসের নেতৃবৃন্দ, গ্রিস আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, নারী নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক আঞ্চলিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিগণ। কর্মসূচির শুরুতেই মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদত বরণকারী ৩০ লাখ শহিদের মহান আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। এরপর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভিডিও বার্তা প্রদর্শন করা হয়।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তাগণ গত পঞ্চাশ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নশীল দেশের সম্মানসূচক কাতারে অন্তর্ভুক্তিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ও ভবিষ্যতে আরো সাফল্যের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। একই সাথে তারা প্রবাসে আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তুলে ধরার জন্য আরো বেশি করে উদ্যোগ নেওয়ার আহবান জানান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তিনি প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, একমাত্র ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও স্বনির্ভর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমেই জাতির পিতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের লাখো শহিদের আত্মত্যাগ সফল করা সম্ভব হবে।

 #

রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫১৩

**উজবেকিস্তানের বাংলাদেশ দূতাবাসে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী**

**এবং স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন**

তাসখন্দ, ২৬ মার্চ :

উজবেকিস্তানের বাংলাদেশ দূতাবাসে আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়েছে। আজ চ্যান্সেরি ভবনে রাষ্ট্রদূত মোঃ জাহাঙ্গীর আলম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। চ্যান্সেরী ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় ও দোয়া করা হয়। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ভিডিও শুভেচ্ছা বার্তা প্রজেক্টরে প্রদর্শন করা হয়।

এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন রাষ্ট্রদূত মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন দূতাবাসের মিনিস্টার নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। এ সময়ে উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরিত শুভেচ্ছা বার্তাটি ভিডিও প্রজেক্টরে প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ভারতের রাষ্ট্রদূত মানিশ প্রভাত, প্রাক্তন উজবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী তুরসুনালী কুজিয়েভ, ভারতে উজবেকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত সুরাত মীর কাশিমভ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ২০২১ পুরস্কারপ্রাপ্ত ড. গুলাম ইসমাঈলভ, কমিউনিটি নেতা মুক্তিযোদ্ধা গোলাম নবী, বিখ্যাত উজবেক চিত্রশিল্পী লেকমি ইব্রাহিম প্রমুখ। বক্তারা বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও শুভেচ্ছা জানান।

এরপর দেশাত্মবোধক স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন দূতাবাসের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ ইউছুপ নিজামী। উজবেকিস্তানের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউনিভার্সিটির ছাত্রীরা বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্যে ইংরেজী এবং উজবেক ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করেন। অনুষ্ঠানে উজবেকিস্তানের হাবাজ গ্রুপ কর্তৃক ‘একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কন্ঠ’ গানটি পরিবেশন করা হয়। এতে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টারের শিল্পীরা নৃত্যও পরিবেশন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশি শিশু ফারিহা, তাসনিম ও বুশরা নৃত্য পরিবেশন করে। পরে ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক উপস্থিত বক্তৃতায় ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রী ফারিহা মারজান প্রথম, মীর্জা উলুগবেক স্কুলের ছাত্রী কাজী তাসনিম বুসরা দ্বিতীয় এবং সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্র হোজি আকবর তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অনুষ্ঠানে আগত বাংলাদেশি এবং উজবেকিস্তানের নারী ও পুরুষেরা দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রদূত মোঃ জাহাঙ্গীর আলম তাঁর বক্তৃতায় জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অত্মোৎসর্গকারী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠান শেষে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বিশেষ কেক কাটা হয় এবং প্রত্যেক অতিথিকে বিশেষ স্মারক উপহার ও বাংলা খাবারে আপ্যায়ন করানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫১২

**পাকিস্তানি দোসররা আজও স্বাধীন বাংলাদেশে বিচরণ করছে**

**---প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী**

কুড়িগ্রাম, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ):

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, পাকিস্তানি দোসররা আজও বাংলাদেশে বিচরণ করছে। তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। তারা ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালির ওপর বর্বরোচিত হামলায় মেতে ওঠে। এই রাতে অসংখ্য সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় এবং ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে এদেশের সর্বস্তরের জনগণ মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে  পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ৯ মাস যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

প্রতিমন্ত্রী রৌমারী উপজেলার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আল ইমরান, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল্লাহ ও মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সুরাইয়া সুলতানা প্রমুখ।

        #

রবীন্দ্রনাথ/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫১১

**বার্লিনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন**

বার্লিন, ২৬ মার্চ :

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ দূতাবাস, বার্লিন যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে অনলাইনভিত্তিক জুম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ‘বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ শীর্ষক এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। জার্মানিতে বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ও স্বাগতিক দেশের নিয়ম অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে জার্মানিতে অবস্থানরত বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ অনলাইনে এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দূতাবাস প্রাঙ্গণ থেকে উপর্যুক্ত আলোচনাসভায় যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে দূতাবাসের সকল কর্মচারীর উপস্থিতিতে দূতাবাস প্রাঙ্গণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে জাতীয় সংগীত বাজানোর মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের সকল কর্মচারীদের নিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতির পিতা ও জাতীয় স্মৃতি সৌধের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। অতঃপর জুম প্ল্যাটফর্মে সংযোগের মাধ্যমে ‘বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ শীর্ষক আলোচনা কর্মসূচি আরম্ভ হয়, যেখানে জার্মানিতে বসবাসরত বাংলাদেশি, প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং জার্মানিতে অবস্থানরত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

ভার্চুয়াল আলোচনার শুরুতেই মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রেরিত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রেরিত প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও বার্তা প্রদর্শন করা হয়, যা উপস্থিত সকলে আগ্রহভরে শোনেন ও অবলোকন করেন।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে ‘বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী’ শীর্ষক মূল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তির সংগ্রাম, অর্জিত স্বাধীনতা ও জাতীয় ত্যাগ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির পর বাংলাদেশের অসামান্য অর্জনের বিষয়ে আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারী বিদেশি আলোচকরা বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের অভূতপুর্ব অর্জনের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন। জার্মানিতে অবস্থানরত বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ অনলাইনে চমৎকার এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য দূতাবাসকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি স্বদেশ, স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তাদের নিজ নিজ অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

পরে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যদের জন্য, সকল শহিদ ও জীবিত মুক্তিযোদ্ধা ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করা হয়। পরিশেষে দূতাবাসের মিনিস্টার ও দূতালয় প্রধান আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

#

রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫১০

**পোর্ট লুইসে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন**

পোর্ট লুইস, ২৬ মার্চ :

মরিশাসের বাংলাদেশ হাইকমিশন যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। এ উপলক্ষে হাইকমিশন পোর্ট লুইস প্রাঙ্গণে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি ইন-হাউজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মরিশাসে স্থানীয়ভাবে কোভিড-১৯ পুনরায় ছড়িয়ে পড়ায় গত ১০ মার্চ হতে ৩১ মার্চ পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণা করায় দূতাবাসের নির্ধারিত অনুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়। উল্লেখ্য, মরিশাসের রাষ্ট্রপতি পৃথ্বীরাজসিং রূপণ এবং প্রধানমন্ত্রী প্রাভিন কুমার জগন্নাথ-সহ প্রায় দুই শতাধিক অতিথির উপস্থিতিতে কোডন আর্ট সেন্টার, পোর্ট লুইসে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে হাইকমিশনার দূতাবাসের সকল কর্মকর্তাকে নিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। দিবসটি উপলক্ষে হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা ও মরিশাস, সিশেলস এবং মাদাগাস্কারের প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে একটি জুম মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। এ সময় দিবসটি উপলক্ষে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণীসমূহ পাঠ করেন এ মিশনের কাউন্সেলর (শ্রম) ও প্রথমসচিব (পলিটিক্যাল)।

জুম মিটিংয়ে হাইকমিশনার রেজিনা আহমেদ তাঁর বক্তব্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, সম্ভ্রম হারানো দুই লাখ মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

হাইকমিশনার বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের উল্লেখ করে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ থেকে পড়ে শোনান। তিনি বাংলাদেশের অগ্রগতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার ৫০ বৎসরের এই সুবর্ণজয়ন্তীতে আজ বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা তাঁর অবদানের জন্য স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, মরিশাসসহ বিশ্বের ৫টি দেশ বঙ্গবন্ধুর নামে সড়ক, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তাঁর বিশেষ অবদান তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তরণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২২ মার্চ ভারত, বঙ্গবন্ধুকে ২০২০ সালের গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করেছে, ইউনেস্কো ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে মেমোরি অভ্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত করেছে এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতি এ বিরল সম্মান যেমনি আমাদের দেশকে মহিমান্বিত করেছে, তেমনি বিদেশের মাটিতে আমাদেরকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছে।

কোভিড-১৯ মহামারির এ সময়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২১ উপলক্ষে হাইকমিশন আয়োজিত এ কর্মসূচিতে মরিশাস, সিশেলস ও মাদাগাস্কার হতে যুক্ত হতে পেরে প্রবাসী বাংলাদেশিগণ অত্যন্ত গর্ববোধ করেন।

#

রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫০৯

**বঙ্গবন্ধুর সাহসী প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই এনে দিয়েছে স্বাধীনতা**

**-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সাহসী প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এনে দিয়েছে বাঙালির স্বাধীনতা। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণেই শেখ মুজিবুর রহমান হয়েছেন বাঙালির নেতা। বঙ্গবন্ধু ছেলেবেলা থেকেই প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি আজীবন দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য প্রতিবাদ, আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। জাতির পিতা বাংলাদেশকে পাকিস্তানি শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক বাংলাদেশ।

শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে 'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। শিল্পসচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। এতে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকতে হলে যোগ্যতা দিয়ে টিকে থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ চলছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব দরবারে প্রমাণ করেছেন, করোনা মহামারি মধ্যেও একটি দেশকে কিভাবে তার অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হয়। আর তাই সকলকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যার দেখানো উন্নয়নের রাজনীতিকে অনুসরণ করতে হবে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারিকে পুঁজি করে একশ্রেণির সিন্ডিকেট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করছে, কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে, এদের ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে। আজ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সকল সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি করছে। এছাড়া, বিটাক ও এনপিও সরকারি-বেসরকারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কারিগরি সহায়তাসহ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০৪১ সালে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে শিল্প মন্ত্রণালয়কে আরো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে।

এর আগে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে শিল্পমন্ত্রী, শিল্প প্রতিমন্ত্রী, শিল্পসচিব, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ দপ্তর ও সংস্থার প্রধানগণ লবিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও দোয়া-মোনাজাত করেন। অত:পর সম্প্রসারিত বঙ্গবন্ধু কর্ণার উদ্বোধন শেষে পরিদর্শন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/রোকসানা/সাহেলা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫০৮

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অর্জন উন্নয়নশীল বাংলাদেশ

**শিশু একাডেমিতে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয় পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ। জাতির পিতার নেতৃত্বে বাঙালি হাজার বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করে। আজ বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে। এ বছরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আরো বলেন, গত ১২ বছরে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয়, অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গড় আয়ু বৃদ্ধিতে অসামান্য অর্জন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। এটাই জাতির স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর অর্জন। আজকের শিশুরা ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে ও প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী। আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ ও যুগ্মসচিব মোঃ মুহিবুজ্জামানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, জাতির পিতা এদেশের মানুষকে শোষণ ও বঞ্চনা মুক্ত করেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। যা দেশের অসামান্য অর্জন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির বিভিন্ন বিভাগের শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভা শেষে প্রতিমন্ত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

**মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা**

প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা প্রধান অতিথি হিসেবে আজ ঢাকায় ইস্কাটন রোডে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আয়োজনে মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাম চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

#

আলমগীর/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫০৭

**স্বাধীনতা বিরোধীদের মূলোৎপাটন করতে হবে**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ) :

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও যারা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের মূলোৎপাটনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ ২৬ মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যার নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে, তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এটি দেশের বড় অর্জন।

বাংলাদেশ আজ খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশ, পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ আজ একটি গর্বিত দেশ, বাঙালি একটি গর্বিত জাতি, আর এ অর্জন সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে, বলেন মন্ত্রী।

অপরদিকে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এখনো আস্ফালন করে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'তারা এখনো আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, কৃষ্টি, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমাদের প্রত্যয় হচ্ছে, এই স্বাধীনতা বিরোধীদের মূলোৎপাটন করা।'

#

আকরাম/রোকসানা/সাহেলা/রেজুয়ান/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                              নম্বর : ১৫০৬

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ) :

 ‌        স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৭ হাজার ২৯৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৭৩৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৮৮ হাজার ১৩২ জন।

          গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৩ জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৩০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৩১ হাজার ৯৫১ জন।

#

দলিল/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/সেলিম/২০২১/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০৫

**বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক এবং অভিন্ন**

**-নৌপ্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৬ মার্চ ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক এবং অভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করেছি বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করেছি বলেই, আজকে বাংলাদেশ আলোকবর্তিকা হিসেবে পৃথিবীতে আলো ছড়াচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মতিঝিল বিআইডব্লিউটিএ ভবনে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবসে ‘বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তা, সাফল্য ও সাম্প্রতিক অর্জন’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নৌ-সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কে এম তারিকুল ইসলাম, নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর এ জেড এম জালাল উদ্দিন এবং বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক প্রমূখ।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর বঙ্গবন্ধুর নাম, জয়বাংলা স্লোগান এবং ৭ মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উল্টোভাবে তৈরি করা হয়েছিল। যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসিত ও বঙ্গবন্ধুর খুনীদের পুরস্কৃত করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের দিয়ে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করানো হয়েছিল। একটা রাজনৈতিক দল গঠন করে তাদেরকে সংসদে আনা হয়েছিল। ভোটারবিহীন নির্বাচনে সংসদ নেতা বানানো হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা যায়নি। কারণ বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাংবাদিক মোঃ মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী বিআইডব্লিউটিএ ভবনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য উন্মোচন করেন।

 #

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৬১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০৪

**বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণহত্যা দিবস পালিত**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৬ মার্চ ):

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে গতকাল কানাডার অটোয়ায়, মিশরের কায়রোয় এবং জর্ডানের আম্মানে বাংলাদেশ দূতাবাসে পৃথক পৃথকভাবে গণহত্যা দিবস পালিত হয়। দূতাবাসসমূহে এক মিনিট প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট ও নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

দূতাবাসগুলো বর্বর গণহত্যার ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূতগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্য, জাতীয় চার নেতা, ৩০ লাখ শহিদ এবং সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানসমূহে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের রূহের মাগফেরাত ও দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 #

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৫৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০৩

**জেদ্দায় গণহত্যা দিবস পালিত**

সৌদি আরব (জেদ্দা), ২৬ মার্চ :

সৌদি আরবের জেদ্দায় গতকাল বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এর উদ্যোগে গণহত্যা দিবস পালন করা হয়। কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এক মিনিট প্রতীকি ব্ল্যাক-আউট ও নীরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের রূহের মাগফেরাত ও দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 #

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০২

**প্যারিসে গণহত্যা দিবস পালিত**

ফ্রান্স (প্যারিস), ২৬ মার্চ :

ফ্রান্সের প্যারিসে গতকাল বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে গণহত্যা দিবস পালন করা হয়।

একাত্তরের গণহত্যায় নিহত শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ প্রতীকিভাবে ৭১ টি মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে দূতাবাসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং অন্যান্য পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ শেষে মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের রূহের মাগফেরাত ও দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও  প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

ভার্চুয়াল এ অনুষ্ঠানে ফ্রান্সে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি আদায়ে আরো জনমত বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যাগুলির মধ্যে একটি বাংলাদেশে সংগঠিত হয়। বর্তমান সরকার ২৫ মার্চকে ‘গণহত্যা দিবস’ ঘোষণা করেছে, কারণ ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ‘অপারেশন সার্চলাইট’ শুরু করে নিরস্ত্র ও নিরীহ বাংলাদেশিদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল। রাষ্ট্রদূত আরো জানান, সরকার বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বাড়াতে এবং বাংলাদেশের গণহত্যার স্বীকৃতি অর্জনের জন্য কাজ  করে যাচ্ছে। এছাড়া তিনি গণহত্যার তথ্যাদি সংরক্ষণ এবং এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সবশেষে গণহত্যায় নিহত শহিদদের স্মরণে এক মিনিট ‘ব্ল্যাক আউট’ পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে একটি প্রামাণ্যচিত্র  'বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১' প্রদর্শন করা হয় ।

 #

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৪২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০১

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জাতির পিতার প্রতি জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬শে মার্চ ):

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

আজ সকালে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

 #

নাসরীন/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১৩১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫০০

**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বায়তুল মুকাররমে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ ):

       মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আজ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১০০ বার কুরআন খতম, দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনা এবং দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান, ৫৬০টি মডেল মসজিদ প্রকল্পের পরিচালক মোঃ নজিবুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা কর্মচারি ও মুসল্লিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মাওলানা মিজানুর রহমান।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ বাদ জুমা দেশের সকল মসজিদে দোয়া ও মোনাজাতের আহবান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

 #

তারিক/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯৯

**কুনমিংয়ে গণহত্যা দিবস পালিত**

চীন (কুনমিং), ২৬ মার্চ :

চীনের কুনমিং-এ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের উদ্যোগে গতকাল গণহত্যা দিবস- ২০২১ পালন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদাত বরণকারী সদস্যদের রুহের মাগফেরাত, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ এবং ২৫ মার্চ কালোরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জঘন্যতম ও নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞে নিহত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জনিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং গণহত্যা দিবসের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল এ এফ এম আমিনুল ইসলাম ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

 #

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯৮

স্বাধীনতা দিবস

**জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহিদদের এবং ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে স্পিকারের শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ১২ চৈত্র (২৬ মার্চ ):

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহিদদের প্রতি এবং ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

আজ ভোরে স্মৃতিসৌধের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে এ শ্রদ্ধা জানান স্পিকার। তিনি ত্রিশ লাখ শহীদ, দুই লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোন এবং জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ১৫ আগস্ট নির্মমভাবে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন স্পিকার।

সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

তারিক/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯৭

**জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে গণহত্যা দিবস পালিত**

নিউইয়র্ক, ২৬ মার্চ :

আজ জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে ১৯৭১ সালে গণহত্যা স্মরণে ‘জাতীয় গণহত্যা দিবস’ পালন করা হয়। শুরুতেই গণহত্যার শিকার বীর শহিদদের বিদেহী আত্মার স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলন এবং শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, প্রামাণ্য ভিডিও প্রদর্শন ও মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, আমাদের গণহত্যা দিবসকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে যথাযথভাবে পরিচিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছি। গণহত্যার শিকার দেশগুলোর সাথে মতবিনিময় অব্যাহত রেখেছি। সমমনা বন্ধুরাষ্ট্র, মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী দেশ ও গণহত্যা কবলিত দেশসমূহকে নিয়ে জাতিসংঘে ও অন্যান্য বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে আমাদের গণহত্যার পক্ষে একযোগে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

মিশনে আয়োজিত উন্মুক্ত আলোচনায় মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

#

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯৬

**জাপানে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদযাপিত**

জাপান (টোকিও), ২৬ মার্চ :

জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে আজ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়। জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রদূত গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্য, জাতীয় চার নেতা, ত্রিশ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রম হারানো দুই লাখ মা-বোনদের।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে, প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা করোনা মহামারির ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি।

পরে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাপানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ওয়াশিও এইচিরো, এবং জাপান-বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ লীগের প্রেসিডেন্ট তারো আসো প্রদত্ত শুভেচ্ছা বার্তার ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। জাপানে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জয় কুমার ভারমা, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোপারেশন এজেন্সি (জাইকা)র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কিইচিরো নাকাযাওয়া, জাপানের ইকোনমি, ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টর নোরিইউশি ফুকুওকা, জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট সাবেক রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওয়াতানাবে এবং প্রবাসী বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে মঞ্জুরুল হক বক্তব্য প্রদান করেন।

বক্তাগণ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানান।

#

তারিক/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১৫৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৯৫

**পেরুতে সমবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে পরিচয়পত্র পেশ করলেন**

**জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি**

নিউইয়র্ক, ২৬ মার্চ :

আজ পেরুতে সমবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে পরিচয়পত্র পেশ করলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। পেরুর পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যালান ওয়াগনার তিজোন এর কাছে ভার্চুয়ালি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক থেকে এ পরিচয়পত্র পেশ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা পেরুর সরকার ও জনগণের কাছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। তাঁর এ পরিচয়পত্র পেশ অনুষ্ঠান বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের ঐতিহাসিক ক্ষণে অনুষ্ঠিত হলো মর্মে উল্লেখ করেন তিনি।

সকল ক্ষেত্রে উভয় দেশ ও জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্যে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত। পেরুর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি যাতে অব্যাহত থাকে এবং কোভিড-১৯ অতিমারির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশটি যাতে আরো এগিয়ে যেতে পারে, বাংলাদেশ সরকারের এই শুভকামনা পেরুর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেন তিনি।

#

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১১৫৩ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৯৪

**ওয়াশিংটন ডিসিতে গণহত্যা দিবস পালিত**

ওয়াশিংটন ডি সি, ২৬ মার্চ :

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে গণহত্যা দিবস পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। রাষ্ট্রদূত এম শহিদুল ইসলাম জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। রাষ্ট্রদূত বলেন, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের অনেক দেশের স্বাধীনতার মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসেনি, বরং লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ মুক্তি অর্জন করেছে।

অনুষ্ঠানে ‘একাত্তরের গণহত্যা ও বধ্যভুমি’ শীর্ষক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সকল শহীদ এবং ১৯৭১ সালের কালরাতে ও মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে জীবন উৎসর্গকারী ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

#

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১০৪২ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১৪৯৩

**গ্রিসে গণহত্যা দিবস পালিত**

গ্রিস (এথেন্স), ২৬ মার্চ :

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে গ্রিসের এথেন্সে বাংলাদেশ দূতাবাসে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালন করা হয়েছে। জাতির পিতা ও তার পরিবারের শহিদদের, ৭১-এ গণহত্যার শিকার ৩০ লাখ বাংলাদেশি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের জন্য দোয়া ও তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে দূতাবাস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। বর্বর গণহত্যার উপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের পর গণহত্যা দিবসের বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আসুদ আহ্‌মদ গণহত্যা দিবসে শহিদদের জন্য শান্তি কামনা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, কালরাতে মানব জাতির ইতিহাসের ভয়ংকর ও ঘৃণ্যতম এই গণহত্যা বাঙালি জাতির অন্যতম বেদনা ও শোকের বিষয়। এই শোককে পিছনে ফেলে ৭১-এর রণাঙ্গনে বাঙালি পাকিস্তানের সুসজ্জিত হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করেছে। তিনি বলেন, শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করে বাংলাদেশিরা আজ বিশ্ব দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি প্রবাসীদের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একযোগে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

#

পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১০৩৯ ঘণ্টা